দৈনিক জনকণ্ঠ

05

তারিখ ... ০৫ OCT 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২ .....

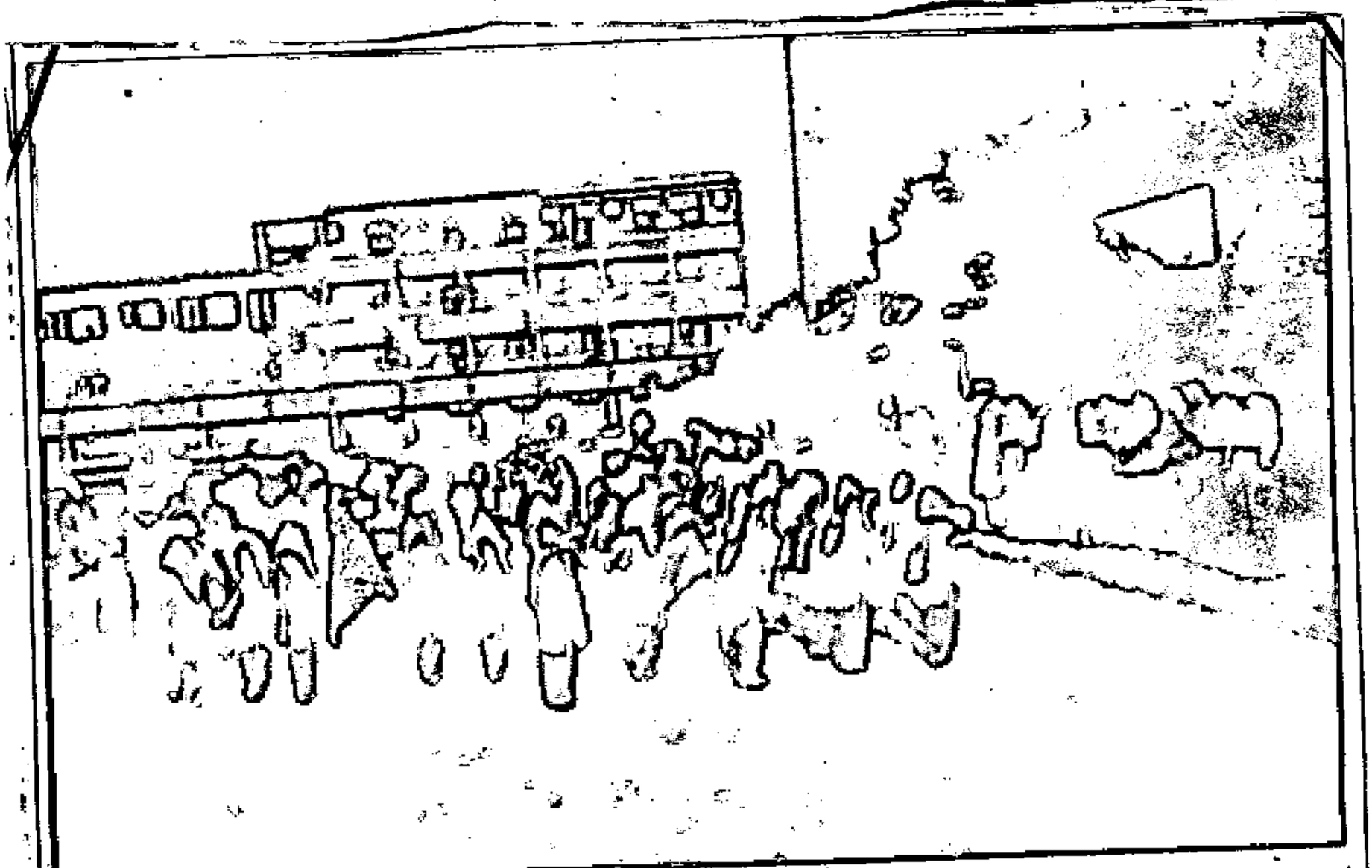

বেগম হামিদা সিদ্দিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ –জনকণ্ঠ

স্কুলটি পাল্টে দিয়েছে গ্রামের দৃশ্যপট

এমএ রকিব

একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে প্রত্যন্ত এক গ্রামের দৃশ্যপট ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে। পরিবর্তন ঘটছে আর্থ-সামাজিক অবস্থায়। গ্রামবাসীর মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সচেতনতা। এক সময় যে গ্রামে হানাহানি ও কাইজ্যা ছিল প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা, এখন আর তেমনটি চোখে পড়ে না। স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই গ্রামের মানুষ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ করছে। পড়াশোনার জন্য ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছে স্কুলে। যে বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করে এলাকায় এই পরিবর্তন সেই বিদ্যালয়টির নাম "বেগম হামিদা সিদ্দিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়"। পিডিবি'র চেয়ারম্যান ও এলজিইডি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের মায়ের নামে কুষ্টিয়া শহর থেকে প্রায় ছ'কিঃ মিঃ দূরে জগতি ইউনিয়নের বাড়িয়া গ্রামে '৯৫ সালের পহেলা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় ওই বিদ্যালয়টি। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট, জেলা পরিষদ, প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, সিদ্দিক ফাউন্ডেশন এবং এলজিইডি'র সহযোগিতা ও অর্থায়নে প্রথমে দু'শ' ফুট লম্বা টিনশেড এবং পরে চারতলা ফাউন্ডেশনসহ ১৬৫ ফুট বাই ৩০ ফুট লম্বা ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তিন তলার নির্মাণ কাজ এখন প্রায় সমাপ্তির পথে। বিদ্যালয়ের নামে মোট জমির পরিমাণ ১ দশমিক ৭৫ একর। বর্তমানে স্কুলের শিক্ষা উপকরণের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান ল্যাবের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল সরঞ্জাম, ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং শপে রয়েছে ৬টি সাধারণ সেলাই মেশিন, ৩টি বিদ্যুতচালিত সেলাই এবং ১টি এমব্রয়ডারি মেশিনসহ অন্যান্য সরঞ্জাম। ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং শপে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মিটারসহ সব ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। কম্পিউটার ল্যাবে রয়েছে ৪টি কম্পিউটার ও ১টি প্রিন্টার, বাংলা ৬টি ও ইংরেজী ৬টিসহ মোট ১২টি টাইপমেশিন। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে এক হাজারের ওপর। মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে কম্পিউটার কোর্সসহ বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক হিসাবে স্বীকৃতি পায় '৯৭ সালের শেষ দিকে। এখানে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স (ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়্যারিং এবং ড্রেস মেকিং) এবং এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা কোর্স চালু হয় '৯৮ সাল থেকে। বিদ্যালয়ে মোট ৫৮৪ ছাত্রছাত্রীর (ভোকেশনালসহ) মধ্যে ৩৩৫ ছাত্র এবং ২৪৯ ছাত্রী রয়েছে। প্রধান শিক্ষক খন্দকার ওহিদুল ইসলাম জনকণ্ঠকে জানান, বড়ীয়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী টাকিমারা, জিয়ারখী, বেলঘরিয়া ও চরপাড়া প্রভৃতি গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এ স্কুলে পড়তে আসে। প্রতিষ্ঠাকালে এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৬৫। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫শ' ৮৪তে। এখানে মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ২১ জন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই 'বড়ীয়া গ্রাম' ও আশপাশ এলাকার দৃশ্যপট ক্রমশ পাল্টে যেতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে গ্রামীণ অবকাঠামো। গ্রামের ভিতরের এক সময়ের পায়েচলা মেঠো পথগুলো রূপান্তরিত হয় পিচঢালা পাকা রাস্তায়। তবে কোন কোন রাস্তার কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়ে গেছে। রাস্তাঘাটের এই উন্নয়ন বড়ীয়া এলাকায় গ্রামীণ জনপদের যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দিয়েছে সহজতর। যা এতদিন গ্রামবাসীদের কাছে ছিল কল্পনামাত্র। প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতি বছরই বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত হচ্ছে এ অঞ্চলের বৃহৎ বৃক্ষমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী। বসছে হার্টক্যাম্প ও বিনামূল্যে চক্ষু শিবির। এ ছাড়াও হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে বিদ্যালয়টিতে আগমন ঘটে মন্ত্রী-সচিব থেকে শুরু করে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সরকারী কর্মকর্তা, প্রতিনিধি, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদসহ নামী-দামী ব্যক্তিবর্গের– যা প্রত্যন্ত একটি গ্রামে নজিরবিহীন ঘটনা। তাদের বক্তব্য থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ পরিবেশ, কৃষি, চিকিৎসা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ নানান বিষয় সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ পায়। এছাড়া বড়ীয়ার মানুষ এসব অনুষ্ঠানকে অনেকটা বিনোদনের মাধ্যম হিসাবেও গ্রহণ করে। ফলে অনুষ্ঠানগুলোকে ঘিরে উৎসাহী হাজার হাজার নারী-পুরুষের সমাগম ঘটে। ফলে অনুষ্ঠানগুলো হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। এই স্কুলে এ পর্যন্ত এসেছেন বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মুহাঃ আবু হেনা, শিক্ষাসচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান শেখ আফসারউদ্দিন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পরিচালক মোঃ কোরাইশী, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মাদাম রেনি ভেরে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিনিয়র এ্যাডভাইজার মিঃ জোসেফ উড, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এসআর খান, কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার উপাচার্য ডাঃ মাজহার আলী কাদেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কায়েসউদ্দিন এবং পরিবেশ বিজ্ঞানী মোঃ মহিবুর রহমানসহ ৩৪ জন দেশী-বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা, প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ। তাঁরা বেগম হামিদা সিদ্দিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি পরিদর্শন ও বৃক্ষের চারা রোপণ করে গেছেন। গ্রামবাসী মোঃ মসলেমউদ্দিন (৩৫) জানায়, "বড়ীয়া স্কুলকে কেন্দ্র করে এলাকায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মধ্যে চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে এখানকার ছেলেমেয়েরা দূরে জগতী ও ভাদালীয়া এলাকার স্কুলে পড়তে যেত। কিন্তু এখন আর সেখানে যাওয়া লাগছে না। এছাড়া আগে এই গ্রামে এসএসসি পাস একটি মেয়েও খুঁজে পাওয়া যেতো না। কিন্তু এখন পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে আরও পাওয়া যাবে।"

দৃশ্যপট

এদিকে প্রতি বছরের মতো এবারও বড়ীয়ায় বেগম হামিদা সিদ্দিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৃক্ষমেলা '৯৯। সিদ্দিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত গত ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ৮ দিনব্যাপী এই মেলার উদ্বোধন করেন কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ আব্দুস সালাম। বৃক্ষমেলায় কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন জেলা থেকে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে ৩৪টি নার্সারি ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এই মেলা ছিল উৎসবমুখর ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। প্রতিদিন মেলায় গ্রাম ও শহর এলাকার বহু নারী-পুরুষ ভিড় জমায়। সে সাথে স্টলগুলো থেকে গাছের চারাও বিক্রি হয় প্রচুর। এর উল্লেখযোগ্য ক্রেতা ছিল স্থানীয় গ্রামবাসী। ৮ দিনের এ বৃক্ষমেলায় এবার প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকার বিভিন্ন চারা বিক্রি হয়েছে। রাজশাহীর পবা থানার কসমোপলিটন নার্সারির মোঃ জসিমউদ্দিন এবারই প্রথম এসেছেন বড়ীয়ার এই বৃক্ষমেলায়। তিনি জানান, মেলার প্রথম দিকে বিক্রি ভাল হয়েছে।